ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

<u>স-৩৩৩৪</u>

আগরতলা,২১ অক্টোবর,২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ ও প্রকৃত তথ্য

১৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে স্থানীয় দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত “রেগা কর্মচারীদের চাকরিতে কালো মেঘ ! সুশাসনের চরম অব্যবস্থাপনায় বেতন ঘাটতি ১৩ কোটি টাকা !” শীর্ষক সংবাদটি রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

উক্ত সংবাদটি পর্যালোচনা ও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। বিশ্লেষণের ভিত্তিতে দপ্তর মনে করছে যে, সংবাদটিতে উপস্থাপিত তথ্য বিভ্রান্তিকর এবং প্রকৃত অবস্থার প্রতিফলন ঘটায়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে দপ্তরের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত স্পষ্টিকরণ প্রদান করা হচ্ছে-

রেগা কর্মচারিদের বেতন কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা বরাদ্দকৃত অর্থের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার প্রদান করে থাকে। অর্থ বরাদ্দের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার দ্বারা সেই অর্থ বন্টনের নির্দেশনাও প্রদান করে থাকে। গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের রেগার জিআরএস, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ও অন্যান্য পদে কর্মরত কর্মীদের শুধুমাত্র চলতি অক্টোবর মাসে প্রদেয় বেতন কিছু কারিগরি সমস্যার কারণে সাময়িক বিলম্বিত হয়েছে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ‘এস.এন.এ. এস.পি.এ.আর.এস.এইচ.’ নামে একটি আধুনিক ফান্ড ফ্লো মেকানিজম চালু করার নির্দেশ প্রদান করেছে। এর ফলে গ্রামোন্নয়ন দপ্তর পরিচালিত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের (সি.এস.এস.) তহবিল বণ্টন ও অর্থপ্রদানের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে ‘এস.এন.এ. এস.পি.এ.আর.এস.এইচ.’ মডেলটি কার্যকর করার বিধান দেওয়া হয়েছে। এই নতুন মডেলটি পাবলিক ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (পি.এফ.এম.এস.) এবং রিসার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (আর.বি.আই.)-এর ই-কুবের প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সমন্বিত। এর মূল উদ্দেশ্য হলো তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও অর্থের যথাযথ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা।

পূর্বের ‘সিঙ্গেল নোডাল এজেন্সি’ (এস.এন.এ.) মডেল থেকে ‘এস.এন.এ. এস.পি.এ.আর.এস.এইচ.’ মডেলে রূপান্তর একটি জটিল প্রযুক্তি-নির্ভর প্রক্রিয়া। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরের একাধিক দপ্তরের/ এজেন্সির মধ্যে নিবিড় সমন্বয়ের মাধ্যমে এই রূপান্তরের কাজ চলছে। এই অপরিহার্য রূপান্তর প্রক্রিয়া চলমান থাকার কারণেই অক্টোবর মাসে রেগা কর্মচারিদের বেতন প্রদান করা সম্ভব হয়নি। এটি একটি অস্থায়ী সমস্যা এবং এর দ্রুত সমাধানের জন্য সর্বোচ্চ স্তরে নিরলস প্রচেষ্টা চলছে।

২-এর পাতায়

এই প্রযুক্তিগত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার তার কর্মচারিদের প্রতি সংবেদনশীল রয়েছে। সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সমস্ত বকেয়া বেতন সময়মতো প্রদান করা হয়েছে। এমনকি, তাদের দুর্গাপূজার উৎসবের আনন্দ যাতে ম্লান না হয়, তার জন্য কর্মচারিদের বোনাসও সময়মতো দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান অর্থ বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের জন্য প্রাথমিক ভাবে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ শ্রমদিবস বরাদ্দ করেছে, যার উপর ভিত্তি করে রাজ্য মেটেরিয়াল ফান্ড বাবদ সর্বোচ্চ ৪৪৮ কোটি টাকা এবং এডমিন ফান্ড বাবদ সর্বোচ্চ ৮৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা কেন্দ্রের কাছ থেকে পেতে পারে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে প্রথম পর্যায়ে মেটেরিয়াল ফান্ড বাবদ ৬২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা এবং অ্যাডমিন ফান্ড বাবদ ১৮ কোটি ৮ লক্ষ টাকা প্রদান করেছে। গত অর্থ বছরের অ্যাডমিন ফান্ডে অব্যয়িত অর্থের পরিমান ছিল ১৩ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা, যা এ বছরের ওপেনিং ব্যালান্স হিসাবে পাওয়া গেছে। উক্ত উল্লেখিত প্রাপ্ত অর্থ থেকে রেগা কর্মচারিদের বেতন বাবদ খরচ হয়েছে মাত্র ৩০ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। উপরন্তু কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে স্পর্শ-এর মাধ্যমে বর্তমানে মেটেরিয়াল ফান্ড বাবদ আরও ২৯ কোটি ৩ লক্ষ টাকা এবং অ্যাডমিন ফান্ড বাবদ ১৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার একটি সেংশান প্রদান করেছে। তাই এটা সহজেই অনুমেয় যে, রেগা কর্মচারিদের বেতন প্রদানে যে বিলম্ব হচ্ছে সেটা অর্থ সংক্রান্ত নয়।

পরিশেষে উল্লেখ্য যে, একটি উন্নততর ও স্বচ্ছ ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রবর্তনের এই বিশেষ পর্বে রাজ্য সরকার দ্বারা সমস্ত আবশ্যক পদক্ষেপ সময়মতো গ্রহণ করা হচ্ছে এবং এর সমস্ত তথ্য রেগার কর্মচারিদের গোচরে নেওয়া হচ্ছে। তাই এই মুহূর্তে বিভ্রান্তিপূর্ণ অথবা মিথ্যা তথ্য প্রচার করে আরো জটিলতা বৃদ্ধি করার চেষ্টাকে দপ্তর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

*****